পাঠক ফোরাম

যদি প্রশ্ন করি

একটি জীবনের কথা কখনো কি ভেবেছ? কোনো ছোট্ট একটি ঘটনার জন্ম দিয়ে সন্ত্রাস থেকে হয়ে যাও তুমি সন্ত্রাসী। তোমার বাবা-মা কখনো তোমাকে নিয়ে এ দুঃস্বপ্ন দেখেনি। টাকার জন্য বা অন্য কিছুর জন্য তুমি প্রকাশ্যে বা আড়ালে খুন করছ একের পর এক। কেন ভাই? তোমাকে, আমাকে যে স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন, ওদেরকে সেই স্রষ্টাই সৃষ্টি করেছেন। তবে কেন...? তোমরা কখনো সন্ত্রাসী হয়ে জন্মাওনি, তবে কেন এই বোঝা মাথায় নিয়ে চলেছ অজানা গন্তব্যে? কেন অন্যের হক নষ্ট করে বৃদ্ধি করছ অস্ত্রের ভান্ডার এবং গড়ে তুলেছ বাহিনী? তোমরা তোমরাই শুরু করেছ যুদ্ধ। তোমার হাতেই তুমি খুন হও প্রতিনিয়ত। তবে কি ঐ নোংরা রাজনীতিবিদদের স্বার্থে? জীবনে খুন করে মিথ্যুকদের কাছ থেকে অনেক সুনাম কুড়িয়েছ। ভেবে দেখ বিনিময়ে কি পেয়েছ। ওরা তো তোমাকে চায় না, চায় তোমার দুরন্তপনা সাহসকে। তোমাদের এই সম্বলটুকু যতদিন আছে, ততদিন ওদের চোখের মণি তোমরা।

জাহিদ
Singapore

আমরা কি পারি না?

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ছিলাম শিশু। যুদ্ধের শুরুতেই রাজাকারদের সহায়তায় গ্রামের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় বর্বর হানাদার বাহিনী। বনে, জঙ্গলে, নৌকায় কতভাবে সেই দুর্বিষহ সময় মা পার করেছেন তা এখনো বলেন। মা এও বলেন, 'ভুলে যাসনে স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা। যেকোনো জাতির জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ সবচেয়ে গৌরবের।' ভুলিনি ঠিকই কিন্তু মনে রেখেই বা কি করতে পেরেছি? সাপ্তাহিক ২০০০-এ 'সেই রাতের কথা বলতে এসেছি' পড়ে মনের অজান্তে দু'চোখ ভরে গেল নোনাজলে। কাওসার চৌধুরী (আপনি কি কখনও এলিফ্যান্ট রোডের আগফা কালার ল্যাব-এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন?) প্রতিকূল অবস্থায়ও সেই রাতের কাহিনী আমাদের বলার জন্য এসেছেন, তা ভাবতে গেলেও বিস্মিত হতে হয়। একটু দেরিতে হলেও কাওসার চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানাই।

আদিব মাহমুদ, P.O. Box 22405
Safat-13085, Kuwait

উল্টো পথে যাত্রা

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির মাধ্যমে এখানকার পাহাড়ি জনপদে দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময়কাল বিস্তৃত রক্তক্ষয়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল। সরকার এবং জনসংহতি সমিতির আন্তরিক এবং 'সেক্রিফাইস' মানসিকতার কারণেই এই অসম্ভবকে সেই সময় সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ চার বছর পর এসে বলতেই হচ্ছে 'না, পাহাড়ে শান্তি আসেনি।' সেই সব দুঃস্বপ্নের দিনগুলোর (১৯৭৬-১৯৯৬) মতো এখনো এখানে প্রতিদিন রক্ত ঝরে নিরীহ পাহাড়ি-বাঙালির। প্রতিদিন হামলা-মামলা, খুন, অপহরণ, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, রক্তারক্তি, সাম্প্রদায়িক সংঘাত সবকিছুই আবার শুরু হয়েছে নতুন আঙ্গিকে, চলমান বাস্তবতায়। আগে যেমন এখানে সেনাবাহিনীর জন্য প্রতিদিন ১ কোটি টাকা খরচ হতো, এখনো তাই হয়। আগে ব্যবসায়ী অথবা সাধারণ মানুষ চাঁদা দিত কেবল শান্তিবাহিনীকে, এখন দিতে হয় জনসংহতি সমিতি, ইউপিডিএফ, ছাত্রদল, দুই পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে। আগে ছিল শুধু মুখোশ বাহিনী, গড়ুশ বাহিনী এবং দুই নম্বর। এখন ৮/১০ জন কিশোর-তরুণ মিলেই একটি বাহিনী, একটি চক্র, একটি সিন্ডিকেট। এখন দরকার পাহাড়ি-বাঙালি সবার সমঅধিকার সমুন্নত রেখে পার্বত্য চুক্তি যথার্থ বাস্তবায়ন এবং জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) ইউপিডিএফ নেতা-কর্মীদের চরম ধৈর্যশীল এবং 'সেক্রিফাইসিং' মানসিকতা। নতুবা কখনো যাবে না আঁধার।

ফজলে এলাহী, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, পার্বত্য রাঙ্গামাটি

প্রতিশ্রুতির পাহাড়

পুরান ঢাকার সূত্রাপুর থানার সামনে থেকে পোস্তগোলা পর্যন্ত একটি অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটির কোনো সংস্কার হচ্ছে না। বর্তমানে রাস্তাটির এমনই বেহাল অবস্থা যা রীতিমতো ভীতিপ্রদ। এ রাস্তা দিয়ে যদি কোনো সুস্থ লোক যাতায়াত করে তা হলে নির্ঘাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। আজ হয় কাল হয় এমন করে দিন চলে যাচ্ছে। অথচ আজও এ রাস্তা সংস্কারের মুখ দেখছে না। এ রাস্তাটি যে এখন চলাচলের একেবারেই অনুপযোগী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ওয়ার্ড কমিশনার প্রার্থীরা অনেক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। দেখা যাক তারা কি করেন।

শওকত হোসেন লিটু
মুক্ত সাংবাদিক, ঢাকা-১০০০

তাকে মনে পড়ে

না, কোনো সাড়া জাগানো উপন্যাস বা সিনেমার অসাধারণ চরিত্র সে নয়। এঁটেল মাটির গন্ধযুক্ত নিতান্তই সাদামাটা তবে অপার্থিব এবং বৈপ্লবিকও বটে তার জীবন কাহিনী। আমাদের গ্রামে 'পাড়ারী' নামে এক অতিশয় নিরীহ ভদ্রলোক ছিল। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাকে এই নামেই ডাকতো। অবশ্য সে কারো কথায় কিছু মনে করতো না। সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখতাম পাড়ারী কারো ধানের বস্তা, কারো চালের বস্তা কাঁধে ফেলে বাজার থেকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতো। মুটেগিরিই ছিল তার একমাত্র পেশা। অনেক দিন পর এই পাড়ারী নিজেই একদিন পৃথিবীর বোঝা হয়ে যায়। কেউ তাকে মনে রাখেনি। কত নীরবে-নিভৃতে ওরা চলে যায়। প্রবাসে এই বৈরী রোদ্দুরে পাড়ারীকে খুব মনে পড়ে।

বেলাল
বুরাইদা, আলকাছিম, সৌদি আরব

ব্যবধান কেন?

বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি হতদরিদ্র দেশ। দেশটিতে লোকসংখ্যা প্রায় চৌদ্দ কোটি। আয়তন মাত্র ৫৬০০০ বর্গ কি.মি। জনসংখ্যার ঘনত্ব উল্লেখযোগ্য। দেশের সম্পদ সামান্য, যাও কিছু সম্পদ আছে খনিতে, উত্তোলন প্রযুক্তির অভাবে তা সঠিকভাবে উত্তোলিত হচ্ছে না। হলেও ব্যবহার হচ্ছে না; আর উত্তোলনের দায়িত্ব মোড়ল শ্রেণীর দেশকে দিলে তাদেরকেই বিশাল অংশ দিতে হয়। অর্থাৎ যে সম্পদ দামী সেই সম্পদ ভোগ করার যোগ্যতা আমাদের নেই। সুতরাং সম্পদ থাকলেও যা, না থাকলেও একই অবস্থা। দেশীয় অমূল্য সম্পদ বিদেশী সম্পদশালীদের হাতেই তুলে দিতে হচ্ছে, নয়তো আমরা আংশিক উত্তোলন করেও বিক্রি করে দিচ্ছি। আমাদের হয়েছে 'যেই লাউ সেই কদু'র অবস্থা। আমাদের হতদরিদ্র দেশে নিয়ন বাতির নিচে শুয়ে রাত যাপন করে বুভুক্ষু, বিনিদ্র মানুষ। অন্যদিকে জৌলুস আর প্রাচুর্যের প্রাসাদে রাত যাপন করে এক শ্রেণীর বিলাসী এবং বিকারগ্রস্ত মানুষ। আমরা চাই দেশে ধনী-গরিবের ব্যবধান কমে আসুক এবং সম্পদের সুষম বন্টন প্রতিষ্ঠা পাক।

নাসির উদ্দীন বিশ্বাস, ১৫৩, দক্ষিণ বিশিল, মিরপুর-১, ঢাকা

বস্তিতে আগুন

ইদানীং একটি ঘটনা প্রায় নিয়মিতই কাগজের শিরোনাম হচ্ছে। তা হলো বস্তিতে আগুন লাগা। দেখা যায় আগুনে পুড়ে তাদের ঘর ভস্মীভূত হচ্ছে। মারাত্মক আহত হচ্ছে, মারাও যাচ্ছে কেউ কেউ। আমরা জানি বস্তিতে সাধারণত বাস করে স্বল্প আয়ের লোকেরা, যারা দিন আনে দিন খায়। তাদের গায়ের রক্ত পানি করা রোজগারের অর্থ দিয়েই তিল তিল করে গড়ে তোলে সংসার। লেলিহান আগুনের শিখা মুহূর্তেই তা গ্রাস করে নেয়। অথচ একটু সতর্ক হলেই এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন বস্তিবাসীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং সেই সঙ্গে আগুন থেকে বাঁচার এবং আগুন লেগে গেলে কিভাবে নেভাতে হয় তার প্রশিক্ষণ দেয়া।

এস এম নওশের
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, dieo@bdjoy.net

যারে দেখতে নারি...

পাঠক মাত্রই একজন কলামিস্টের কাছ থেকে আশা করেন গঠনমূলক কোনো লেখা। ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিশেষ কোনো দলকে পছন্দ করতেই পারেন, কিন্তু লেখার বেলায় তার ভূমিকা হতে হবে নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে আমাদের কলামিস্টদের কাজই হলো ফরজে কিফায়াস্বরূপ প্রতিপক্ষ দলকে কতভাবে ঘায়েল করা যায়। পক্ষান্তরে, সমর্থিত দল কোনো ভুল করলেও তার সমালোচনা করাটাকে

টোকাই

তারা কবিরা গুনাহ হিসেবে মনে করেন। একশ'টা মন্দ কাজের মধ্যেও প্রতিপক্ষরা ২/১টা ভালো কাজ করে না এমনও তো নয়। অথচ এই সামান্য ভালো কাজটুকুর জন্য একটা বাহবা দিতেও তারা খুবই কৃপণ। বলার অপেক্ষা রাখে না এসব কলামিস্টের দলীয় লেজুড়বৃত্তিটা এতই নগ্ন যে, পাঠকদেরকেও বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। পরিণতিতে অশ্রদ্ধাভরে তারা উচ্চারিত হন কলমবাজ বা কলমসন্ত্রাসী হিসেবে। কি আবেদ খান, কি মুনতাসীর মামুন– সবাই যেন 'একচোখা' নীতির আদর্শ লেখক। এখানে বিশেষভাবে যার কথা উল্লেখ না করলেই নয় তিনি হলেন আগাচৌ। একুশ শতকের বটতলায় বসে যেভাবে উল্টোপাল্টা তথ্য লিখে চলেছেন, তা শেষ হতে হতে বোধ হয় বাইশ শতক এসে যাবে।

আতিক
জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক

সচেতন পাঠক বাড়াতে হবে

আমাদের দেশে এইচআইভি/এইড্‌স আক্রান্তের সংখ্যা এখনো সহনীয় স্থানে রয়েছে। সরকারি, বেসরকারি এবং কিছু সংখ্যক সেবাব্রতী সংস্থা এইচআইভি/এইড্‌স যাতে মহামারী রূপ ধারণ না করে তার জন্য জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে রয়েছে ভাইরাসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস, মাইট, রিকেটশিয়া ইত্যাদির অক্টোপাস। কিভাবে এই রোগ ছড়ায়, কিভাবে ছড়ায় না এগুলো নিয়ে প্রেস এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার হয়েছে এবং হচ্ছে। প্রেস মিডিয়াতে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান লিখে যাচ্ছে। কিন্তু এই লেখা আমাদের দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে কি না, এটা একটা প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আমাদের দেশে সাধারণ পত্রিকার পাঠক এখন পর্যন্ত ১৫ লাখের কোটা পেরোয়নি। কনডম ব্যবহারের ব্যাপারটা ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে প্রচার করানো কষ্টসাধ্য হলেও একেবারে দুঃসাধ্য নয়। ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে আমাদের দেশের কয়েক কোটি লোক এ ব্যাপারে এক সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠতে পারে। অধ্যাপক নূরুল ইসলাম সাহেবের এক সময়কার ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিরপুর সেকশন-২-এর মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় সংক্রামক ব্যাধি এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাপারগুলো প্রাণ পেয়েছিল।

ডা. মোস্তফা আবদুর রহিম
পরিচালক, সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
মিরপুর, ঢাকা

অবক্ষয় না অধঃপতন

সম্প্রতি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের ভোট কেন্দ্রের সামনে একটি রাজনৈতিক দলের মনোনীত মেয়র পদপ্রার্থীর নির্বাচনী বুথ কেন্দ্রের একটি দৃশ্য সবাইকে পীড়া দেবার সঙ্গে হতবাক করেছে। ঐ বুথের প্রায় সবক'টি চেয়ার দখল করে বসেছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ ক'জন সিনিয়র অধ্যাপক। দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে তারা দলের সাধারণ কর্মীর মতো কাজ করেছেন, এমনকি কাউকে কাউকে প্রার্থীর পোস্টারও পর্যন্ত লাগাতে দেখা গেছে। অবশ্য এহেন পরিশ্রমের বিনিময়ে তাদেরকে বেশ ভালোভাবে অ্যাপায়িত করা হয়েছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা অবাক হয়ে দেখেছে তাদের প্রিয় শিক্ষকরা একটা রাজনৈতিক দলের সাধারণ কর্মীর মতো কাজ করছেন– অতি সাধারণ ভোটারের মতো চা-পান-সিগারেট ইত্যাদিতে অ্যাপায়িত হয়েছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

বাস্তব চিকিৎসা ব্যবস্থা

দেশের মেডিকেল হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসারত রোগীদের মধ্যে শতকরা ১৯ ভাগ লিভার রোগী। মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে হেপাটাইটিস 'এ' শতকরা ৭ ভাগ, হেপাটাইটিস 'বি' রোগে শতকরা ২২.৪ ভাগ, হেপাটাইটিস 'সি' শতকরা ৩.২ ভাগ এবং শতকরা ৪২ দশমিক ৫ ভাগ হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি লিভার রোগে আক্রান্তদের শতকরা ৪০ দশমিক ৫ ভাগ হেপাটাইটিস 'বি', শতকরা ২৪ দশমিক ১ ভাগ হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাসে আক্রান্ত। অথচ দেশে শুধু আইপিজিএমআর (বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল)-এর চিকিৎসা সুবিধা আছে। যার শয্যা সংখ্যা অত্যন্ত কম। উন্নত দেশগুলোতে যেখানে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা হচ্ছে, সেখানে আমরা লিভার রোগ নির্ণয়ে ব্যস্ত রয়েছি।

বজলুল করিম লাড়লা
পিলখানা, ঢাকা-১২০৫

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

স রা স রি এবার আসছেন জনপ্রিয় অভিনেতা জয়

গ্রামীণফোন
তারার সাথে কথা ...

আগামী ২১ জুন শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত জয় আনন্দধারা কার্যালয়ে উপস্থিত থাকবেন শুধু আপনাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার জন্য। দেশ-বিদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে জেনে নিন আপনার প্রশ্নের উত্তর। জয় এই ৫ টি নাম্বারে কথা বলবেন-

০১৭৪০৫০১০ ০১৭৪০৫০২০ ৯৩৫০৯৫১-৩